ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৪৩৪

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ১১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় 'ধর্মনগরে পূর্ত দপ্তরের আর অ্যান্ড বি শাখায় দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনটি পূর্ত দপ্তরের (আর অ্যান্ড বি) নজরে এসেছে এবং দপ্তর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এ বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের (আর অ্যান্ড বি) ধর্মনগর ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের রিপোর্টের ভিত্তিতে পূর্ত দপ্তরের (আর অ্যান্ড বি) ডেপুটি সেক্রেটারি এক স্পষ্টিকরণে জানিয়েছেন যে, দপ্তরের সকল সরকারি কর্মচারি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলি ও বিধিবিধানের মধ্যে থেকে কাজ করে থাকেন, যাতে সাধারণ জনগণ সরকারি পরিষেবার সুফল ভোগ করতে পারেন। দপ্তর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারী সামগ্রী/উপকরণ সমূহ রাজ্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয় এবং এলওসি প্রাপ্তির পর অনলাইন ট্রেজারি পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে তা প্রকৃত সরবরাহকারীকে অর্থ প্রদান করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ডিডিও'র জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয়।

ঠিকাদারদের কাজের পাওনা অর্থ দপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এলওসি প্রাপ্তির পর বিল যাচাই করে বরাদ্দকৃত এলওসির অর্থ শতাংশ অনুযায়ী সমপরিমাণে নির্ধারিত হয় এবং অনলাইন ট্রেজারি পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ডিডিও'র জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয়। আরও উল্লেখ্য যে, এই বিভাগের অধীনে এই দপ্তরের দুইজন সরকারি কর্মচারি এক কোয়ার্টারে বসবাস করে না এবং যিনি সরকারি কোয়ার্টারে বসবাস করেন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তার বেতন থেকে হাউস রেন্ট কেটে নেওয়া হয়। সম্প্রতি অর্থ দপ্তরের অডিট দল ১ ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করেছে এবং এ বিষয়ে কোন অসামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি।

****